R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No:—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMAN
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৭ই জুন, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

এঁরাই কি মানুষ গড়ার কারিগর ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের উত্তর সাধকের দল ?

নিজস্ব প্রতিবেদক : নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের দাম যেভাবে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করার সমস্যা আছে। আছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সমস্যা। আমাদের এই অনগ্রসর ভারতবর্ষ বহু সমস্যার মূল কারণ অশিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাই এই অশিক্ষা দূর করার দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে সকলকে শিক্ষিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। সরকার সকলকে এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনাবেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। জনসাধারণের সহযোগিতার কোন অভাব নাই। কিন্তু যাঁদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি দরকার বাধা আসছে সেখান থেকে। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আগেকার দিনের মত শিক্ষাদানকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করার মনোভাব প্রায় দূর হয়ে (২য় পাতায়)

সীমান্তে মাল পাচার পুনরায় চালু হলো !

বিশেষ প্রতিবেদক : নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ ও সুতী থানার বর্ডারগুলি দিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পাচার বন্ধ ছিল। নতুন বি এস এফ দলের তৎপরতায় সীমান্তের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা আশ্বস্ত হন। কিন্তু বর্তমানে পুনরায় পাচার পুরোদমে শুরু হয়েছে বলে খবর। অভিযোগ উঠেছে নতুন বি এস এফ কোম্পানী এসে মাল পারাপারে গোপন রেট চায় মাসিক ৫ হাজার। কিন্তু পাচারকারীরা পুরানো হিস্যা ২ হাজারের বেশী দিতে রাজী না হওয়ায় পাচার বন্ধ করে দেয় বি এস এফ। এখন ঐ হিস্যা নাকি ৩ হাজারে নির্দিষ্ট হওয়ায় আবার পাচার পুরোদমে শুরু হয়েছে। ভিতরের সঠিক ঘটনা কি তা চালানকারী আর বি এস এফ দলই জানে। তবে চোরা চালান যে শুরু হয়েছে তা ঐ অঞ্চলে চাল, চিনি, ওষুধপত্র, সাইকেল ও লবণের আমদানী দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তিন সপ্তাহ এসবের আমদানীতে বেশ ভাটা পড়ে। বর্তমানে আবার মালদা থেকে দৈনিক ৩০০/৪০০ বস্তা চিনি অরঙ্গাবাদ মার্কেটে আসছে। এই সব মালের পুরোটাই বাংলাদেশে চালান যাচ্ছে বলে খবর। ওষুধপত্র, (৩য় পৃষ্ঠায়)

হতভাগ্যরা জানে না প্রতিকার চাইবে কার কাছে ?

ধুলিয়ান : সামসেরগঞ্জ থানার রতনপুরের জনৈক মোঃ এব্রাহীম আলী থানার সাহায্য চেয়েও পাননি বলে জানা যায়। ও সি পরিষ্কার জানিয়ে দেন এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে তিনি অপারগ। এমনকি কোন অভিযোগও তাঁরা নিতে পারবেন না। খবরে প্রকাশ, অনুপনগর মৌজার খতিয়ান নং ৬৬৩১, দাগ নং ১০৩৬৩ মধ্যে ১১·৭৫ শতক জমির রেজিষ্ট্রী দলিল বলে উক্ত শ্রীআলীর দখলে আছে। জমির উপর একখানি বড় ঘর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেলারিং সেন্টারকে এবং অপর পাঁচটি ঘর স্থানীয় সি পি এমের অফিস ঘর হিসাবে ভাড়া দেওয়া আছে। ঐ জমির ফাঁকা অংশটিতে ২৪ মে অরঙ্গাবাদের সি পি এম বিধায়ক তোয়াব আলী, ধুলিয়ান লোক্যাল কমিটির সম্পাদক তামিজ মাষ্টার এবং আর একজন প্রভাবশালী সি পি এম নেতা চিত্ত সরকার তিনজনের নেতৃত্বে দলীয় প্রয়োজনে নতুন ঘর তোলা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘিতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের মনিগ্রামে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে জানা যায়। খবর, গত ২২ মে দু'জন ইঞ্জিনিয়ার মনিগ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসেন এবং বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তমকুমার ঘোষ ও প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য খলিলুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পূর্ব নির্দিষ্ট সীমানা পরিদর্শন করেন। জানা যায় ঐ পরিদর্শক টিমের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার পূর্ত বিভাগের এস ডি ও ছিলেন। পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীঘোষ ব্যাপারটি নির্বাচনী ষ্ট্যান্ট কিনা প্রশ্ন করলে উক্ত ইঞ্জিনিয়ারদ্বয় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে যে পত্র লেখেন তার কপি শ্রীঘোষকে দেখান। খবরে আরোও প্রকাশ, গত ১ জুন কয়েকজন অফিসার এ ব্যাপারে সাগরদীঘি বিডিও, জে এল আর ও অফিসে এসে প্রাথমিক কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও বিভিন্ন তথ্য নিয়ে যান। তাঁরা জানান, পূর্ত বিভাগের এস ডি ও-কে ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে মনিগ্রাম (৩য় পৃষ্ঠায়)

গ্রামে অশান্তি, উভয় দলের সংঘর্ষে নিহত ১

আহিরণ : গত ৪ জুন বিকেল ৪টা নাগাদ সুতী থানার বংশবাটী গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের এক সংঘর্ষে অকর্ণ মাঝি নামে জনৈক ব্যক্তি মারা যান। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, মসজিদের পাশ দিয়ে বিয়ের বাজনা বাজানোকে কেন্দ্র করে কিছু দিন আগে অকর্ণ মাঝিদের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা গণ্ডগোল হয়। ঘটনার দিন অকর্ণ নেশা করে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চিৎকার গালিগালাজ করে এবং গণ্ডগোল বাধায়। মুসলিমরা তাকে মারধোর করে। জনৈক সাইদুল (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৯৬ সাল

॥ প্রশাসন ॥

প্রকৃষ্ট শাসন, তাই কথাটি 'প্রশাসন'। এই বিষয়ক কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিনও। যে কেহ প্রশাসক হইতে পারেন না; আর হইলেও তাঁহার দ্বারা প্রশাসন কার্য চলে না; যাহা হয়, তাহার নাম ডামাডোল। কথায় জোড়াতালি, কাজে জোড়াতালি দিয়া প্রশাসনের কাজ চলে না। আর তাই যিনি প্রশাসক, তাঁহাকে একদিকে হইতে হয় বুদ্ধিমান, প্রত্যুৎপন্নমতি, হৃদয়বান আবার অন্যদিকে কঠোর ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে কখনও কখনও প্রশাসককে স্বৈরাচারী বলিয়া ভুল করাও হয়।

থাক সে সব কথা। প্রশাসন বিষয়টি লইয়াই কিছু বলিবার আছে। এই শব্দটি আমরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—দুই স্তরেই দেখিতে চাই। ভারত রাষ্ট্রের বৃহৎ প্রশাসন কেন্দ্র পরিচালিত হয়, যে দলের দ্বারা, রাজ্যস্তরে সে প্রশাসনের ভার ঐ একই দলের উপর কোথাও কোথাও; আবার কোথাও অপরাপর দল। রাজ্যস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি নানাভাবে প্রশাসন কার্য চালাইয়া থাকেন। ফলতঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য মন্ত্রীরা, বিভাগীয় কমিশনারগণ, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক—ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের পদাসীন ব্যক্তির দ্বারা সারা দেশের প্রশাসন কার্য নির্বাহিত হয়।

দক্ষ প্রশাসক না থাকিলে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ—যে কোন ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলাহীনতা, অনিয়ম, দুর্নীতি প্রভৃতি দেখা দেয়। দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। জন-জীবনে ঘোর অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজ করে। সুতরাং শাসনকার্যে চাই দৃঢ়তা।

কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এতদিন চলিয়া গেল, তবু জনজীবন কি স্বস্তি ও শান্তিতে থাকিতে পারিল? যতই দিন যাইতেছে, নানাপ্রকার অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। যত্রতত্র মার-দাঙ্গা, খুন-খারাবি বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অশান্তি, অকালি সমস্যা, জম্মু কাশ্মীর অস্থিরতা প্রভৃতির কথা মনে আসে। এই সব স্থানে সংঘর্ষ, হত্যা প্রভৃতি মানুষকে বিপর্যস্ত করিতেছে। এই রাজ্যেও খুন তো লাগিয়াই আছে। কাহার কখন ডাক পড়িবে, কেহ জানে না। হত্যার কথা থাক, বিভিন্ন দপ্তরে কাজকর্মে কি দীর্ঘসূত্রতা! ডাক বিভাগে পত্র, তার ইত্যাদি চলাচলে কত বিলম্ব হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রেলের উপর নির্ভর করিয়া সময়মত পৌঁছান দুরাশা। কত আর নাম করা যায়! ইহার সহিত রাজনীতির মুনাফা লুটিয়া লইবার প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে দলতন্ত্রের এতই প্রাধান্য যে, শাসন বিভাগের নানা স্তরে বহু বিপর্যয়।

অপরাজিতা তৃপ্তি

সাধন দাস

১৯৪৩ সাল। অভিনয় হবে 'আগুন'। নায়িকা অসুস্থ। কে করবে অভিনয়? কাজ চালাতে বিজন ভট্টাচার্য নিয়ে এলেন মাসতুতো বোন তৃপ্তিকে—তৃপ্তি ভাদুড়ী—আজকের তৃপ্তি মিত্র—যিনি গত ২৪ মে বেলা ২-৫০ মিনিটে জীবনের মঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিলেন।

আগুন, জবানবন্দী, নবান্ন দিয়ে যাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সেই মেয়েটির জন্ম ১৯২৫ সালে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয়ে। এর পর কোলকাতায় এসে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন, তারপর আকস্মিকভাবেই নাট্যজগতে প্রবেশ এবং মঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রেই শম্ভু মিত্রের সঙ্গে পরিচয় ও পরিণয়।

১৯৪৮-এ গণনাট্য থেকে সরে তৈরী হলো 'বহুরূপী'। তৃপ্তি মিত্রের কাছে আমরা উপহার পেলাম অবিস্মরণীয় সব চরিত্র—'ছেঁড়া তার' এর ফুলজান, 'পুতুলখেলা'র বুলু, 'রক্তকরবী'র নন্দিনী, 'চার অধ্যায়' এর এলা, 'রাজা অয়দিপাউসের' য়োকাস্তে—নাট্যামোদীরা যাদের কথা কোনোদিন ভুলবে না।

'বহুরূপী'র পর কিছুদিন 'চেনামুখ' তারপর শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরী হলো 'আরব্ধ নাট্যগোষ্ঠী'—যার সোনার ফসল 'সংসপ্তক'। ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য বেতার নাটক। সেলুলয়েডে ধরা আছে হিন্দী ছবি 'গোপীনাথ'। 'ধরতী কে লাল', 'মুন্না', 'হিন্দুস্থান হামারা'; বাংলা ছবি 'পথিক', 'শুভ বিবাহ' আর ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'।

তাঁর একক অভিনয় 'অপরাজিতা'য় তিনি প্রমাণ করলেন নাট্যজগতে তিনি সত্যিই অপরাজিতা। ১৯৭১-এ পদ্মশ্রী, ১৯৮২ তে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান, ১৯৮৮ তে দীনবন্ধু স্মৃতি পুরস্কার আর এই সেদিন পেলেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের কালিদাস পুরস্কার। পুরস্কারের সংখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতিভা মূল্যায়ন হয় না। স্বরপ্রক্ষেপণের বিশিষ্ট ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের পরিমিত ওঠানামা, সর্বোপরি সংলাপের মধ্যে হৃদয়ঢালা দরদ তাঁর অভিনয়কে দিয়েছে নতুন মাত্রা। তাই বিগত কয়েকদশকের হাজারো বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যেও দর্শকের অন্তরে স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে 'এলা', 'ফুলজান', 'য়োকাস্তে', 'নন্দিনী'রা। কালের স্রোত এদের মুছে দিতে পারেনি, যতদিন নাটক থাকবে নাট্যমোদী থাকবেন, ততদিন থাকবেন তৃপ্তি মিত্র! তৃপ্তি মিত্র যে 'অপরাজিতা'!!

উত্তর সাধকের দল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যেতে বসেছে। অধিকাংশ শিক্ষকই কর্তব্যকর্মে অবহেলা, দলাদলি, বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন, টিউশনি ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা উৎসাহী ছাত্রদের পাঠদানের মূল ব্যাপারটা নিয়ে ততটা আগ্রহী নন। এর উপর আছে সকাল সন্ধ্যা ২০/২৫ জন ছাত্রছাত্রীর টিউশনির খোঁয়াড়। স্কুলে পাঠদানের ব্যাপারটা অধিকাংশ শিক্ষকই দায়সারাভাবে শেষ করেন। অভিভাবকদের বাধ্য করা হয় একাধিক শিক্ষকের কাছে উচ্চ সেলামী দিয়ে প্রাইভেট টিউশনির সাহায্য নিতে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর একটি সমস্যার দিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নতুন ক্লাসে ওঠার সময় ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক কিনতে হয়। আগেকার দিনে ফি বছর পাঠ্য বইয়ের অদলবদল হত না। ফলে একই বই বছরের পর বছর বিভিন্ন জন পড়তে পারত। নতুন বই কেনার দরকার হত খুব কম। স্কুলগুলির বুকলিষ্টে ঘন ঘন বই বদল নো হত না। বর্তমানে সরকার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে বইয়ের সিলেবাস পরিবর্তন করছেন। তার ফলে বুকলিষ্টে কিছু কিছু বই পরিবর্তন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বাদবাকী বইগুলি স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অদলবদল না করলে ছাত্রছাত্রীরা পুরোনো বই সংগ্রহ করে কাজ চালাতে পারে। অভিভাবকদের কিছু আর্থিক সাশ্রয় হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কিছু নীতিভ্রষ্ট, অসাধু এবং জনস্বার্থবিরোধী প্রধান শিক্ষক এবং তাঁদের কতিপয় সংযোগী নিজেদের উদগ্র লোভের বশে বুকলিষ্ট নিয়ে কালোবাজারী ব্যবসা শুরু করেছেন। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে বহু স্কুলে প্রতি বছর বুকলিষ্টে অনেক বই বদলানো হচ্ছে। সাধারণ অভিভাবকরা মনে করেন যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যই বোধ হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ এ রকম করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকারকেই তাঁরা দোষী করেন। কিন্তু আসল ঘটনা তাঁরা জানেন না। বোর্ডের অনুমোদিত বইগুলি সিলেবাস অনুযায়ী লেখা হয়। একবার পছন্দ করে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

সীমান্তে মাল পাচার

(১ম পাতার পর)

কাপড়, চিনি, আলু, সাইকেল ওপারে যাচ্ছে; আসছে টেপ-রেকর্ডার, ভি সি আর এবং ইলেকট্রনিক নানা যন্ত্রপাতি। তিন সপ্তাহ বর্ডার সিজ হয়ে যাওয়ায় সীমান্ত অঞ্চলের চোরা-চালানীদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে — সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সজাগ হলে চোরাচালান বন্ধ হয়। বর্তমানে ধুলিয়ানের চরদেওয়ানাপুর, নিমতিতা, নুরপুর, জঙ্গিপুরের খেজুরতলা, কুলগাছি, ময়া প্রভৃতি সীমান্ত, চোরা চালানকারীদের বি এস এফের এবং বেশকিছু পয়সাওয়ালা ব্যবসাদারের কাছে সোনার খনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামে অশান্তি

(১ম পাতার পর)

মৌলার বোমার আঘাতে অকর্ণ সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন সে মারা যায়। অন্যদিকে অকর্ণ মাঝির ভায়েরা সাইদুল মৌলাকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে পেটায়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। গ্রামের অবস্থা থমথমে। ঘটনার দিন রাত্রি থেকেই বংশবাটি গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এই ঘটনায় হিন্দু ১১ ও মুসলিম ১০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে

(১ম পাতার পর)

পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মাণের সবুজ সংকেত দিয়ে গিয়েছেন। উল্লেখ্য শুধু বক্রেশ্বর বিদ্যুৎ প্রকল্পে রাজ্যের বিদ্যুৎ সমস্যা মিটবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে চিঠি দিয়ে সাগরদীঘি প্রকল্প রূপায়ণের দাবী জানান বলে খবর পাওয়া যায়।

হিন্দু মিলন মন্দিরে বার্ষিক উৎসব

ফরাক্কা : গত ২৪ ও ২৫ বৈশাখ স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রচারক ও সংগঠক স্বামী হিরন্ময়ানন্দ ও অন্যান্য সাধু মহান্তেরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। বিকালে সংঘের গুরু মহারাজ প্রণবানন্দজীর মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয়। ক্রীড়াকৌশল ও ব্যায়াম প্রদর্শন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার কে, রাধাকৃষ্ণণ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কুচবিহার বি টি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর প্রখ্যাত সেতার শিল্পী অরুণ দাস ও ত্রিনাথ সম্প্রদায়ের বাউল গান পরিবেশিত হয়।

বিদ্রোহী কবি স্মরণে

জঙ্গিপুর : গত ২৬ মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে 'নজরুল সন্ধ্যা' উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে 'মুক্তক' আবৃত্তি সংস্থা নজরুল বিষয়ক আবৃত্তআলেখ্য পরিবেশন করেন। এ ছাড়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জঙ্গিপুর শাখা 'হত্যারে' এবং 'গাঁও সে শহরতক্' নাটক দু'খানি মঞ্চস্থ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাড়ী বিক্রয়

প্রয়াত ডাঃ জে, এন রায়ের বসতবাটী (দ্বিতল) বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
সমীর পণ্ডিত
পণ্ডিত ষ্টেশনার্স
রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর Addl. মুন্সেফী আদালত
মোঃ নং ৫৭/৮৭ T. S.
বাদী এমাজুদ্দিন সেখ
সাং নয়াবাহাদুরপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
বনাম
বিবাদী পঃ বঃ সরকার (সমন কালেকটর অব মুর্শিদাবাদ)
সাং+থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বাদীগণ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে "রায়ত স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপণ" প্রার্থনায় ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়া সেগুা ও জামুয়ার জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর ২। নারু মণ্ডল পিতা ৺নিবারণ মণ্ডল ৩। মণি মণ্ডল পিতা ৺রজনী মণ্ডল সাং সেগুা জামুয়ার থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ বিরুদ্ধে দেঃ কাঃ বিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে Representative capacity-তে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ পক্ষে তথা মাতব্বর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করানো যায় যে কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা contest করিতে পারেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন ইঃ ১২-৬-৮৯ তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমার আবশ্যকীয় তদ্বিরাদী না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

তপশীল—জেলা মুর্শিদাবাদ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা সেগুা জামুয়ার—

C/S খং নং ৭৫১ দাগ নং ১৫০৯ মোট পরিমাণ ১০৭ শতক মধ্যে নালিশী ২৯ শতক দাখিলা স্বা

By order of the Court
Sheristader, Munsif Addl. Court, Jangipur

Advertizement

Wanted an Asst. Teacher (Female) B. Sc. Bio. in a deputation vecancy for the Jangipur Girls' High School.

Candidate are requested to appear before the Selection Committee on dated 12-6-89 at 11 a m. in the school premises with their educational Certificates and other testimonials if any.

Mriganka Bhattacharya
Secretary
Jangipur Girls' High School

পাশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার

এস ডি ও, জঙ্গিপুর ১-৭-৮৯ হইতে ৩১-১২-৮৯ সময়ের জন্য জঙ্গিপুর সাব জেলে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২২-৬-৮৯ এবং খোলার সময় ২২-৬-৮৯ বিকাল ৪টা।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জঙ্গিপুর সাব জেল অফিসে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

স্বাঃ সুপারিনটেনডেণ্ট
জঙ্গিপুর সাব জেল এবং এস ডি ও, জঙ্গিপুর

গৃহবধূসহ কন্যাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর পাকুড়তলার তরুণকুমার সিংহ গত ২৯ মে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন, মিঠিপুর গ্রামেই স্বপন সিংহের সঙ্গে তাঁর মেয়ে সান্ত্বনার প্রায় ৪ বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বপন তার মেয়ের উপর নির্যাতন চালাতো এবং বাবার কাছ থেকে টাকা আনতে চাপ দিত। সান্ত্বনা ঘটনার সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিল। ২৩ মে অরুণবাবুকে স্বপন খবর দেয়, তার মেয়ে ও নাতনি শীলা (৩) আগুনে পুড়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। অরুণবাবু হাসপাতালে খবর নিয়ে কোন সন্ধান না করতে পেরে মিঠিপুর যাবার পথে ঘাটের কাছে মেয়ে ও নাতনির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পুলিশ হেফাজতে দেখতে পান। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ দুটির সৎকারও তিনি করেন। খবর দেওয়া সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ীর কেউ আসেনি স্বপন তার ভাই ও মা বর্তমানে ফেরার।

টাইটান কোয়ার্টজ টাটার অবদান

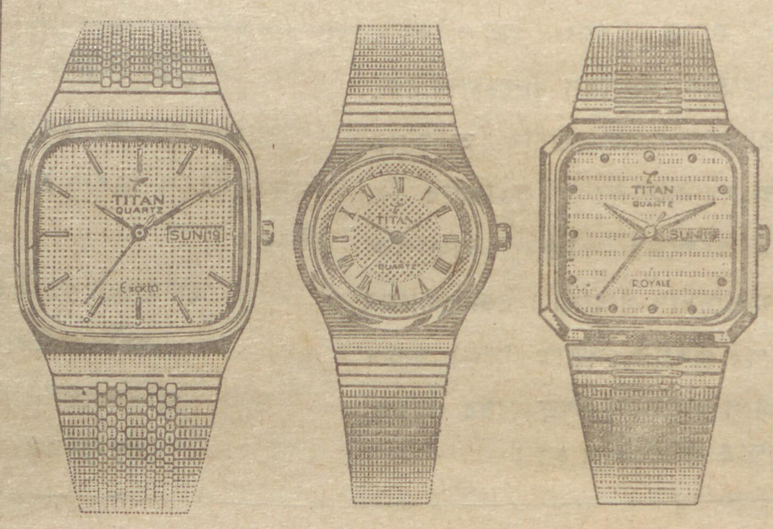

আর্ন্তজাতিক কোয়ার্টজ ঘড়ি-র অনুপম সম্ভার

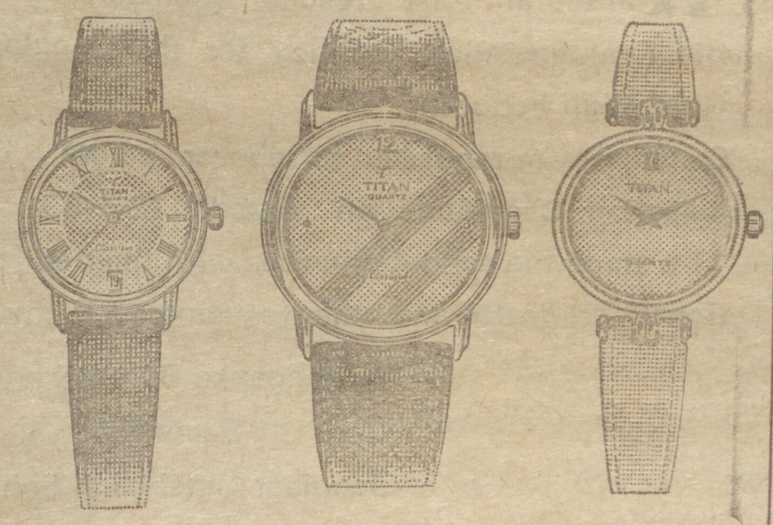

২ বছরের গ্যারান্টী সহ,

মূল্য ৩৯৭ টাকা থেকে ১৮১৭ টাকা

অনুমোদিত ডিলার :-

সাহা ওয়াচ কোম্পানী

ফুলতলা মোড়, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

OAKriti

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।

যোগাযোগ—

শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী

প্রযত্নে বিশ্বপতি চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

বিদেশী কাপড় আটক

জঙ্গিপুর : গত ১ জুন রাত্রে রামপুরা গ্রামে রাস্তার ধারে লালগোলা থেকে নিয়ে আসা কয়েক গাঁট বাংলাদেশী কাপড় পুলিশ আটক করে। খবর, চার ব্যক্তি ঐ কাপড় সাইকেলযোগে সাইদাপুরের জনৈক ব্যবসায়ী মুকুল সেখের কাছে নিয়ে আসছিল। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করে। কাষ্টমসের হিসাব অনুযায়ী কাপড়ের মূল্য ৪৬ হাজার টাকা। মুকুল সেখ বর্তমানে আত্মগোপন করেছে।

উত্তর সাধকের দল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

স্কুল কর্তৃপক্ষ যে বই পাঠ্য করেন সিলেবাস পরিবর্তন না হলে তা বদলানোর কোন যুক্তি নাই। এখন স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই অনৈতিকভাবে অর্থ সংগ্রহ করছেন। নূতন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। এখন আবার বুকলিষ্ট নিয়ে কালোবাজারী ব্যবসা শুরু হয়েছে। প্রতি বছর বুকলিষ্ট করার সময় পুস্তক প্রকাশক বা তাঁদের এজেন্টরা নিজেদের বই পাঠ্য তালিকার দোকানের জন্য উপঢৌকনের ডালি সাজিয়ে প্রধান শিক্ষকদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। আগে পাঁচটা ভাল বই দেখে গুণমানের বিচারে বই পাঠ্য হত। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুকলিষ্টে বই পরিবর্তনের জন্য নিলামের মত দর হাঁকা হচ্ছে। বই পরিবর্তনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ (বা প্রধান শিক্ষক) ষ্টীল আলমারি, টাইপ রাইটার, ঘড়ি বা নগদ টাকা আদায় করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গোপন লেনদেনের কোন হিসাব থাকে না এবং এই অসাধু রোজগার স্কুলের কাজে না লেগে বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের ভোগে লাগে। অনেক প্রধান শিক্ষকই এভাবে গোপন লেনদেনের সাহায্যে ফি বছর বুকলিষ্টে অকারণে বই পরিবর্তন করে অভিভাবকদের গুণাগার দিতে বাধ্য করছেন। তাঁদের এই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ফলভোগ করতে হচ্ছে অভিভাবক সমাজকে। বুকলিষ্টে বই বদলানোর জন্য নীতিভ্রষ্ট প্রধান শিক্ষকদের হাজার হাজার টাকা, ফ্রীজ, ষ্টীল ফার্নিচার, স্ত্রীর শাড়ি ও আরও নানা রকম উপঢৌকন দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এই জঙ্গিপুর মহকুমাতে এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটি স্কুলের উদাহরণ তুলে ধরলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। (চলবে)

প্রতিকার চাইবে কার কাছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে দেখা যায়। এব্রাহিম আলি তাঁদের ঐ অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করলে তাঁরা নাকি উত্তেজিতভাবে বলেন আমরা যখন কাজ শুরু করেছি তখন তা শেষ করবোই। আপনি ইচ্ছা করলে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত যেতে পারেন মোঃ এব্রাহিম থানায় অভিযোগ করে ব্যর্থ হয়ে সর্বস্তরে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। স্থানীয় মানুষের অভিমত বর্তমানে এঁদের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, উক্ত বাড়ীটি মোঃ ইব্রাহিমের কাছ থেকে সি পি এম পার্টি ৭৫-০০ টাকা মাসিক ভাড়ার চুক্তিতে ভাড়া নেয়। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে তাঁরা কোন ভাড়া দেননি। অন্যদিকে গত ৫ জুন দলের জেলা সম্পাদক মধু বাগ পার্টি ভবনের শিলান্যাস করেন গরুর হাট সংলগ্ন পাড়ে তিন কাঠা জায়গার উপরে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জেলা নেতা হরনাথ চন্দ্র, তুষার দে ছাড়াও ফরাক্কার বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁ, অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলি এবং পুর চেয়ারম্যান সত্যদেব গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

গম ভাঙ্গা মেসিন বিক্রী

মিঞাপুর রেল ক্রসিং এর নিকট চাউল পট্টি-র সদর রাস্তার উপর একটি চালু গম ভাঙ্গা মেসিন জায়গাসহ বিক্রী হবে। যোগাযোগ করুন।

শিবশঙ্কর মেডিক্যাল হল

মিঞাপুর চাউল পট্টি

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?

বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ সাগরদীঘি শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অরুণকুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত